ইং ... ৭ JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

ভোরের কাগজ

হোসেনপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষক নিয়োগ ও ম্যানেজিং কমিটি গঠন নিয়ে দীর্ঘ তিন বছর ধরে চলছে অচলাবস্থা

সাইফউদ্দীন আহমেদ লেনিন, কিশোরগঞ্জ থেকে : জেলার হোসেনপুর পাইলট উচ্চ **বিদ্যালয়** প্রধান শিক্ষক নিয়োগ ও ম্যানেজিং কমিটি গঠন নিয়ে প্রায় তিন বছর ধরে চলছে অচলাবস্থা। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা শিক্ষা অফিসার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শক, মহাপরিচালক, শিক্ষামন্ত্রীসহ বিভিন্ন দপ্তরে এ যাবৎ শুধু চিঠি চালাচালিই হয়েছে- বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

বিদ্যালয়টিতে অচলাবস্থার সূত্রপাত হয় প্রধান শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে। ম্যানেজিং কমিটি ২০০১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আবুল হাসিমকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে সহকারী শিক্ষক মিসবাহ উদ্দিনকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়ায় স্থানীয় শিক্ষানুরাগীসহ বিভিন্ন মহল থেকে এর প্রতিবাদ জানানো হয়।

এদিকে মিসবাহ উদ্দিন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পেয়ে নিজ ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে একটি মনগড়া ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেন বলে অভিযোগ প্রকাশ। উক্ত কমিটিতে বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য থাকা সত্ত্বেও দাতা শ্রেণীর সদস্য নেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, সরকারি বিধি মোতাবেক কমিটিতে একজন শিক্ষানুরাগী সদস্য নেওয়ার বিধান থাকলেও তা মানা হয়নি। যার ফলে বিদ্যালয়টিতে সৃষ্টি হয় নানা জটিলতা এবং চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির।

এ সমস্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা উল্লেখ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে পত্র প্রেরণ করেন। তাছাড়াও বিষয়টি নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ শিক্ষামন্ত্রী পর্যন্ত চিঠি চালাচালি হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ ৩ বছরেও কোনো সমাধান হয়নি।

অপরদিকে বিদ্যালয়ের ১২ জন শিক্ষক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে গত ১১ মে হোসেনপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে দরখাস্ত প্রদান করেছেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিদ্যালয়টি বর্তমানে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। অভিযোগে আরো বলা হয়েছে, ১১ মাসের স্কুল প্রদত্ত বেতন থেকে শিক্ষকরা বঞ্চিত রয়েছেন। বেতন দাবি করলে প্রধান শিক্ষক তাদের বরখাস্তের হুমকি দেন। বেতন চাওয়াকে কেন্দ্র করে সহকারী শিক্ষক মোবারক হোসেন সাময়িক বরখাস্তের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

দীর্ঘ প্রায় ৩ বছর ধরে চলতে থাকা অচলাবস্থার কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে মারাত্মকভাবে। অন্যদিকে বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে চলছে বিশৃঙ্খল অবস্থা।